মেহেরপুরে নতুন ৯ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৫৩ জনে।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ২৯টি। এর মধ্যে নতুন করে ৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।
আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন ও ৩ জন গাংনীর, মুজিবনগরের ১ জন এবং চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার ১ জন বাসিন্দা। এ এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
এ নিয়ে জেলায় প্রাপ্ত রির্পোট ৬ হাজার ২৫৩টি। মোট আক্রান্ত ৮৫২ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন, সুস্থ ৭২১জন, ট্রান্সফার্ড ৬২ জন। ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর টিএন্ডটি পাড়ার তহুড়া খাতুন(৬৫), তাঁর ছেলে মফিজুর রহমান (৪২), আমঝুপির মর্জিনা খাতুন(৬০),বারাদির আমেনা খাতুন(৬০),গাংনীর ফজলুল হক(৫২), কাজিপুরের রাজু আহমেদ(৩০),বাঁশবাড়িয়ার মাহাফুজা (২৪), মুজিবনগর রামনগরের নজরুল ইসলাম(৭০) এবঙ দামুড়হুদার কামাল হোসেন (৪৮)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

মেহেরপুরের দরবেশপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের দরবেশপুরে মোটরসাইকেল ও বাঁশ বোঝায় আলগামনের মুখোমুখি সংঘর্ষে রিপন হোসেন (২৩) নামের এক মাইক্রো বাসের ড্রাইভার নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার বিকাল পাঁচটার সময় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সদর

উপজেলার দরবেশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের আবদুল হাকিমের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, রিপন হোসেন ও তার বন্ধু মামুন মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার পথে দরবেশপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিকে ছেড়ে আসা বাঁশ বোঝাই স্যলো ইঞ্জিনচালিত একটি আলগামনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই রিপন নিহত হয়। আহত মামুনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সাংবাদিকদের মাস্ক বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আলমডাঙ্গা জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষে সাংবাদিকদের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল ও থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মাস্ক বিতরণ করেন।
এসএসসি ৯৩ ব্যাচের সহযোগিতায় এ মাস্ত বিতরণকালে সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সহসভাপতি রহমান মুকুল, ইউনুস আলী মন্ডল, যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস, সহ সম্পাদক রুনু খন্দকার, সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম রোকন, গোলাম সরোয়ার সদু, তানভীর সোহেল, নাহিদ হাসান, মুক্তার আলী, ৯৩ ব্যাচের বন্ধু সংগঠনের সভাপতি ফজজুল হক, জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।
এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল বলেন, সবাইকে সরকারী নির্দেশনা মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। বিনা কারণে শহরে ঘুরে না বেড়িয়ে ঘরে থাকুন। দরকারী কাজে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে।

আলমডাঙ্গা মহিলা কাউন্সিলের মহৎ উদ্যোগ

আলমডাঙ্গায় মহিলা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুনের মহৎ উদ্যোগ। সদ্য নির্মিত পৌর এলাকার এক্সচেঞ্জ পাড়া টু হিজরা পাড়ার নির্মিত পানি সাপ্লাইয়ের কাজ চলছে।
ইতো মধ্যে পৌরসভার উদ্যোগে বিএম ডাব্লিউ রাস্তার ইট উত্তোলন করা হয়েছে। এ ইট স্থানীয়রা বাড়িতে নিয়ে গোপনে রেখে দেয়।
এরই কারণে পূণরায় রাস্তায় ইট ব্যবহার করতে গেলে ইট খুজে না পেলে মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু মিয়ার সাথে যোগাযোগ করে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মহিলা কাউন্সিলর ও স্থানীয় যুবকদের সহযোগিতায় স্থানীয়দের লুকিয়ে রাখা ইট খুঁজে সংরক্ষণ করে। আবারো অবশিষ্ট ইট গুলো পূণরায় রাস্তার কাজে ব্যবহার করা হয়।
এমন উদ্যোগের পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষিত কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন দুস্ত পরিবারের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক প্রচারণা

মাস্ক পরার অভ্যেস, করোনামুক্ত বাংলাদেশ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালের দিকে মেহেরপুর ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সর্দার বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে ট্রাফিক পুলিশের একটি দল মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড় এবং পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালান। অযাথা ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ব্যবসায়ী মৃত্যু

মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী খায়রুল ইসলাম করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

শুক্রবার সকালের দিকে ঢাকা কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কয়েকদিন আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হলে ঢাকার ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মরহুমের স্ত্রী দুই সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে। মরহুমের মরদেহ মেহেরপুরে পৌঁছার পর দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।

‘১৪ এপ্রিল থেকে সারা দেশে সর্বাত্মক লকডাউন’

আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শুক্রবার সকালে ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে

সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

তিনি বলেন, দেশে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার। সেই সঙ্গে বাড়ছে জনগণের অবহেলা ও উদাসীনতা।

‘এমতাবস্থায় সরকার জনস্বার্থে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সক্রিয় চিন্তাভাবনা করছে।’

চলমান এক সপ্তাহের লকডাউনে জনগণের উদাসীন মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না বলেও জানান সেতুমন্ত্রী।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সরকার সারা দেশে এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে গত ৪ এপ্রিল। গত সোমবার সকাল ৬টা থেকে ‘লকডাউন’ শুরু হয়। আগামী ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত থাকবে এই ‘লকডাউন’।

তবে ‘লকডাউন’ বাড়বে কিনা এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছিল। আজ সেতুমন্ত্রী লকডাউন বাড়ানোর সেই ইঙ্গিতই দিলেন।

‘লকডাউনে’ গণপরিবহন ও শপিংমল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হলেও গত বুধবার শর্তসাপেক্ষে সরকার গণপরিবহনে চলাচলের অনুমোদন দেয়। আর আজ শুক্রবার থেকে শপিংমল ও দোকানপাট খোলা হয়েছে।

তবে ‘লকডাউন’ শুরুর পর থেকেই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি। সবার মধ্যে উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। এমনকি এসব দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্তরাও একরকম নির্বিকার। এ নিয়ে কারও যেন ‘মাথাব্যথা নেই।

ব্যাপকভাবে গণপরিবহন চলার কারণে অনেক রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষ রাস্তায় বের হচ্ছেন। কাঁচাবাজার, মহল্লার দোকানপাটসহ বিভিন্ন স্থানে মানুষের জটলা দেখা যাচ্ছে, সেখানে নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব। মাস্কও পরেন না অনেকে।

কেমন হবে ‘সর্বাত্মক লকডাউন’?

সরকার আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে সর্বাত্মক লকডাউন দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় এবং জনগণের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

ঢিলেঢালা লকডাউনে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। আর বর্তমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি আরও কয়েক সপ্তাহ অব্যাহত থাকলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি সূত্র।

তখন করোনায় আক্রান্ত বহু লোককেই ন্যূনতম চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে না।

তবে বর্তমানে চলমান লকডাউন আর সর্বাত্মক লকডাউনের মধ্যে পার্থক্য কী হবে? এখন যেভাবে লকডাউন চলছে, সর্বাত্মক লকডাউনের সময়ও কি একই পরিস্থিতি থাকবে? নাকি নিষেধাজ্ঞার আওতা বাড়বে?

এ নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, সর্বাত্মক লকডাউন বলতে যে চিন্তাটি করা হয়েছে সেটা হলো শুধু জরুরি সেবা ছাড়া আর কোনো কিছুই চলবে না। এখন যেমন কিছু কিছু বিষয়ে নমনীয়তা দেখানো হচ্ছে, সেটি হয়তো তখন আর করা হবে না।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের জনস্বাস্থ্যবিদেরাও এই পরামর্শ দিয়েছেন।

বর্তমানে যে লকডাউন চলছে সেখানে সব ধরনের গণপরিবহন চলছে। বাজার, শপিং মল খোলা হয়েছে। অফিস–আদালত, ব্যাংক, বিমা সবকিছুই খোলা। বেসরকারি খাতের সবকিছুই খোলা। খোলা রয়েছে শিল্পকলকারখানা।

তবে ওষুধের দোকান, নিত্যপণ্যের দোকান জরুরি সেবার মধ্যেই পড়ে। তাই এগুলো সর্বাত্মক লকডাউনেও খোলা রাখা হবে।

তবে নিত্যপণ্যের দোকান খোলা রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হতে পারে। আর সরকারের অন্যান্য জরুরি সেবা হলো বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, ফায়ার সার্ভিস, টেলিফোন, স্বাস্থ্য, ত্রাণ বিতরণ, স্থলবন্দর, ইন্টারনেট, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আনা–নেওয়া ও এর সঙ্গে জড়িত অফিসগুলো।

শুক্রবার নিজের সরকারি বাসভবনে সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দেশে করোনা সংক্রমণ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার, সঙ্গে বাড়ছে জনগণের অবহেলা ও উদাসীনতা।

তিনি বলেন, এমতাবস্থায় চলমান এক সপ্তাহের লকডাউনে জনগণের উদাসীন মানসিকতার কোন পরিবর্তন না হওয়ায়, সরকার জনস্বার্থে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা করছে।

আগের দিন করোনাভাইরাসে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭৪ মৃত্যুর সংবাদের পর মহামারি থেকে মানুষকে বাঁচাতে সামনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হতে পারে বলে সতর্ক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়তে থাকায় ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত সারাদেশে শপিং মল, দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তারাঁসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি গণপরিবহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

বুধবার থেকে সিটি করপোরেশন এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা গণপরিবহন সেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত দেয় সরকার।

গত রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে ১১ দফা নিষেধাজ্ঞায় সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংক জরুরি প্রয়োজনে সীমিত পরিসরে খোলা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে আরো ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির

উদ্দিন জানান, আজ নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ১ জন ও ২ জন গাংনী উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে। এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
এ নিয়ে জেলায় প্রাপ্ত রির্পোট ৬ হাজার ২ শ ২৪ টি। মোট আক্রান্ত রোগীর মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২০ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহর মল্লিকপাড়ার সাজুল ইসলাম (৪৯), গাংনী উপজেলা ঈদগাহ পাড়ার সোহানুর রহমান (২১), ভিটাপড়ার মিম (২৪)।
সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় কৃষক নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়ি এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ব্যাটারীচালিত পাখিভ্যানের যাত্রী ইউসুফ হোসেন (৭০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
এসময় তাঁর স্ত্রী মঞ্জুরা বেগম (৬৩) ও শালিকা ফাহিমা খাতুন (৪০) আহত হন।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইউসুফ দামুড়হুদার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মৃত রবগুল হোসেনের ছেলে। পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজার থেকে পাখিভ্যানে করে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে যাচ্ছিলেন ইউসুফ হোসেন, তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা। পথে হিজলগাড়ি পৌঁছালে একটি মাইক্রোবাস (বগুড়া- চ-১১-০০১৭) পেছন থেকে পাখিভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন।
আহতদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন কৃষক ইউসুফ হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।